২৭শে মার্চ ২০২২
বিশ্ব নাট্য দিবস -এর বার্তা

বার্তা রচয়িতা ঃ পিটার সেলার্স
নাট্য, অপেরা ও উৎসব নির্দেশক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মূল রচনা ঃ ইংরেজী

প্রিয় বন্ধুগন,

যখন এই পৃথিবী মিনিটে মিনিটে এবং ঘন্টায় ঘন্টায় সংবাদ মাধ্যমের খবরের ফোঁটায় ফোঁটায় দৈনিক খোরাকি পেয়ে মজে থাকে, আমি কি এক মহাসময়, এক মহাবদল, এক মহাসচেতনতা, এক মহাভাবনা এবং এক মহাদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে, পরিমন্ডলে আর আমাদের সঠিক লক্ষ্যপথে প্রবেশ করার জন্য আমাদের নিজেদের সবাইকে একেকজন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে পারি? আমরা মানব ইতিহাসের এক মহা ব্যপ্তিসম্পন্ন সময়কালের মধ্যে জীবনযাপন করছি এবং মনুষ্যজাতির যেসব সম্বন্ধ রয়েছে নিজেদের মধ্যে, একে অপরের সঙ্গে আর মনুষ্য বহির্ভূত পৃথিবীর সঙ্গে সেগুলির যে গভীর এবং ক্রমশ পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা আমাদের উপলব্ধি করার, স্পষ্ট করার এবং ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতার প্রায় বাইরে চলে গেছে।

আমরা ২৪ ঘন্টার সংবাদের চক্রে জীবনযাপন করছি না, আমরা জীবনযাপন করছি সময়ের শেষ প্রান্তরেখায়। সংবাদপত্র আর সংবাদমাধ্যম আমাদের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাল্লা দিতে সম্পূর্ণভাবে সরঞ্জামহীন এবং অক্ষম।

কোথায় সেই ভাষা, কী হবে সেই সঞ্চালন-কৌশলগুলি আর কী হবে সেই প্রতিচ্ছবিগুলি -যেগুলি আমাদের দিতে পারে এই প্রগাঢ় পরিবর্তন আর বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি যা আমরা অনুভব করে চলেছি? কেমন করেই বা আমরা কোন প্রতিবেদন নয়, অনুভব হিসেবে আমাদের জীবনের সারসত্তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করতে পারি?

নাটক হল অনুভবের শিল্পরূপ।

সংবাদমাধ্যমের বড় বড় অভিযান, কৃত্রিম অভিজ্ঞতা সৃষ্টি আর পূর্বাভাষের ভয়াবহ দক্ষতা এসবে উপচে পড়া এক পৃথিবীতে কেমন করে আমরা সংখ্যার অবিরাম পুনরাবৃত্তিকে অতিক্রম করে পৌঁছতে পারব এক পবিত্রতা আর অন্তহীনতার অনুভবে, যা একটি মাত্র জীবনের, একটি মাত্র বাস্তুতন্ত্রের, একটি বন্ধুত্বের অথবা একটি অদ্ভুত আকাশে আলোক বৈভব্যের। কোভিড-১৯ এর দুটি বৎসর মানুষের অনুভূতিগুলিকে ম্লান করেছে, জীবনযাপনকে সঙ্কীর্ণ করেছে, সংযোগ ভেঙেছে আর আমাদেরকে মানব বাসভূমির এক অদ্ভুত গ্রাউন্ড জিরো তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

কোনগুলো সেই বীজ যা বপন করা প্রয়োজন এবং কয়েক বছর ধরে বারংবার বপন করা প্রয়োজন, আর কোনগুলো সেই অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া আক্রমনকারী আগাছা সেগুলি সম্পূর্ণভাবে আর শেষ পর্যন্ত নির্মূল করতে হবে? কতই মানুষ প্রান্তিক হয়ে রয়েছেন। কতই নিষ্ঠুরতা ঝলক দিচ্ছে অযৌক্তিক বা অপ্রত্যাশিতভাবে। কতই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ঘটমান নিষ্ঠুরতার কাঠামো হিসেবে প্রমানিত হয়েছে।

আমাদের স্মরণ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানগুলি কোথায়? আমাদের কী স্মরণ রাখা প্রয়োজন? কোনগুলো সেই আচার প্রকরণ যা অবশেষে আমাদের নতুন করে কল্পনা করতে আর আগে কখনো না নেয়া পদক্ষেপগুলির মহড়া শুরু করতে আমাদের সক্ষম করে তুলবে?

সুদুরপ্রসারী দৃষ্টি, উদ্দেশ্য, পুনরুদ্ধার, সংস্কারসাধন ও যত্নকে ধারন করে যে নাটক তার জন্য প্রয়োজন নতুন নতুন আচার প্রকরণ। আমাদের মনোরঞ্জন নেবার দরকার নেই। আমাদের প্রয়োজন সমবেত হওয়ার। আমাদের প্রয়োজন জায়গা ভাগ করে নেবার আর আমাদের প্রয়োজন সেই ভাগ করে নেওয়া জায়গার সার্থক উন্নতিসাধন করার। আমাদের প্রয়োজন কতগুলি সংরক্ষিত জায়গার যেখানে মনের গভীরতা দিয়ে শোনা যায় এবং সাম্য বিরাজ করে।

নাটক হল পৃথিবীর বুকে সেই জায়গা সৃষ্টির কাজটি যেখানে সাম্য পরিব্যপ্ত থাকে মানুষ, ভগবান, উদ্ভিদ, প্রানী, বৃষ্টির ফোঁটা, চোখের জল আর পূনর্গঠনের মধ্যে। সাম্য আর মনের গভীরতা দিয়ে শোনার যে জায়গাটুকু তা আলোকিত হয় সেই লুক্কায়িত সৌন্দর্য দিয়ে যা জীবিত থাকে বিপদ, স্থৈর্য্য, জ্ঞান, কর্ম আর ধৈর্য্যের এক গভীর মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর আবতংসক সূত্রে মানবজীবনে দশ রকমের মহান ধৈর্য্যের তালিকা করেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণগুলির একটি হল সবকিছুকেই মায়া হিসেবে উপলব্ধি করার ধৈর্য্য। নাটক সবসময়ই এই পার্থিব জীবনকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছে যা এক মায়ার সমরূপ, যা আমাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা আর শক্তিকে মুক্তিদান করে মানবসুলভ বিভ্রম, ভ্রান্তি, অবিমৃষ্যকারীতা আর অপলাপ - এগুলিকে দেখার এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেয়।

আমরা সত্যিই নিশ্চিত যে আমরা কী দেখছি এবং আমরা এভাবে দেখছি যে আমরা দেখতে ব্যর্থ হচ্ছি আর অনুভব করতে ব্যর্থ হচ্ছি বিকল্প বাস্তবতাগুলিকে, নতুন সম্ভাবনা গুলিকে, অদৃশ্য সম্পর্কগুলিকে এবং কালাতীত বন্ধনগুলিকে।

আমাদের মনগুলো, আমাদের অনুভূতিগুলো, আমাদের কল্পনাগুলো, আমাদের ইতিহাসগুলো এবং আমাদের ভবিষ্যৎগুলোর গভীর পুরুজ্জীবনের জন্য এই হল সময়। এই কাজ আলাদা আলাদা মানুষ একা একা করতে পারে না। এটা সেই কাজ যা আমাদের মিলিতভাবে করা দরকার। নাটক হল এই কাজটি মিলিতভাবে করার জন্য আমন্ত্রণ।

আপনার কাজের জন্য আপনাকে গভীরভাবে ধন্যবাদ জানাই।

পিটার সেলার্স

বাংলা ভাষায় অনুবাদ ঃ শুভ্রজ্যোতি শীল
নির্ঘোষ-নিক্বণ নাট্য দল, কৈলাশহর, ত্রিপুরা, ভারত
Translation in Bengali : Subhrajyoti Sil
Nirghosh-Nikwan Drama Troop, Kailashahar, Tripura, India